ভাক্কা-শিক্ষা

বা

পুঁথির পাল্লা।

প্রথম ভাগ।

(১ম বুয়াতী বা মুন্সীর জন্য।)

ভাক্কা গুরু

পণ্ডিত মির্জ্জা অখিলউদ্দীন আহম্মদ

বাগহাটী, প্রণীত।

পাইকপাড়া নিবাসী

আমিনউদ্দীন শেখ

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র।

পুথি।

জঙ্গনামা।

১

বিবি বলে বাছা তোরে সপিনু করিমে।
রাখিবে করিম তোবে আপনা করমে॥
ইলাহি আলমিন তোর রাখিবেক ছির।
ইব্রাহিম খলিলুল্লা রাখিবেন শরীর॥
তেগ নীচে ঢাল তেরা হবে ইস্মাইল।
সম্মুখে রাখিবে তেরা আপে মেকাইল॥
পিছেতে রাখিবে তেরা আপে এস্রাফিল।
ডাহিন বামে রাখিবেন মেহেতের জিব্রিল॥
নূর মহম্মদ হ'বে আপনে রাখন।
রাখিবেন হজরত আলি গায়ের সাজন॥
খোদেজা আয়েসা আর ফাতেমা জোহরা।
সব ঠাঁই তোমারে এসে রাখিবেন তারা॥
এত বলি কান্দিতে লাগিল ছাহেবানী।
যত ভাই কান্দে আর যতেক বহিনী॥
আলি আকবর গিয়া চড়িল ঘোড়ায়।
আজ্রাইল সমান মর্দ্দ মহিমেতে যায়॥
রণভূমে এসে ঘোড়া হিন হিন ডাকে।
নয়া মেঘ পাইলে যেন বিজলী কড়কে॥
ঘোড়ার শুনিয়া হাক, যত কুফরাণ।
বলে আজি নিশ্চিত না বাঁচিবে জান॥

১নং

বিছ্‌মিল্লা।

(সুর :—ঘোড়া দেখে জয়নালি কান্দে গো জাবেজাব।)

বিছ্‌মিল্লা বল্‌রে আমার মন।
সভায় আচ্ছালামো আলায় কোম, করি প্রভুর নাম স্মরণ।
বিছ্‌মিল্লা কোরাণে শ্রেষ্ঠ, জানেন মমিনগণ ;—
বিছ্‌মিল্লা কেমন ধন, চিন্‌লিনারে অবোধ মন,
হয় বিছ্‌মিল্লা অমূল্যধন, মুখে বলরে খছিরণ।

৪নং

আল্লার নাম।

(সুর :—সুখের সময় দুখ রে আমার।)

সর্ব্ব প্রথম লয়ে আল্লার নাম।
লায়েক মিঞার হুকুম পেয়ে, পুস্তক পড়তে বসিলাম॥
আল্লা আল্লা বল ভাই,
আল্লার মত কেহ নাই,
যাঁহার দয়াতে সবাই,
ভবে আসিলাম ;
আল্লাজীর স্মরণ তাই, সবার আগে করিলাম।
তার পরেতে রছুলুল্লা,
ইছা, মুছা, কলিমুল্লা,
যে সব নবী চিন্‌ত আল্লা,
দীনেরি ইস্লাম ;—
এক এক করে সে সব নবীর, রাঙা চরণ বন্দিলাম।

৫নং

আদাব।

(আদাব) জানাবে হাজার হাজার।
আরোজ জানিও সবে এই কমিনার॥
আমি অতি মূঢ় মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
কি হবে আমার গতি, ভাবি অনিবার।
নামটী "মির্জ্জা অখিলদ্দী," বাড়ী হয় "সায়েড়ার" মধ্যি,
নাইকো বিদ্যা, নাইকো বুদ্ধি, কিছুই আমার।
হাফেজ মুন্সী মৌলবী, মোল্লা আকুঞ্জি সবি,
মাপ করিবেন বেয়াদবি, যত এ জনার।
যতেক মুরব্বি-গণে, দোয়া করবেন জনে জনে,
যেনরে হেছাবের দিনে, হ'তে পারি পার।
যত দিন বাঁচি ভবে, এই দোয়া করবেন সবে,
রই যেন দ্বীনের তাবে, রাহেতে আল্লার।

৮নং

মনের প্রতি।

(সুর:—হেরে, আল্লা বলে ডাকরে মমিন ভাই।)
হেরে, আল্লা আল্লা বল্‌রে পাগল মন।
(ও) তোর পশ্চাতে ঐ কাল-শমন॥
যে তোমারে করল সৃষ্টি, তার উপরে কই তোর দৃষ্টি,
দিয়ে বৃষ্টি, রাখে সৃষ্টি, এ চৌদ্দ ভুবন।
পড়্‌লে পরে ঘোর পাথারে, সে বিনে বল্ কে উদ্ধারে,
তাই বলি ভাই ডাক্‌না তারে, খুলিয়া বদন।

আল্লা যারে রাখে তারে, কোন্ জনা মারিতে পারে,
আল্লা যারে মারে তারে, রাখে কোন জন ?
যা আনিলে অসার কালে, সব ঘুচালে মায়ার জালে,
কি বলিবে হিসাব চা'লে, ভাব্লিনে এখন।
ঐ শোন ঐ কালের ডঙ্কা, কেনরে তোর নাইকো শঙ্কা,
বাক্সের ভিতর থাক্‌বে তঙ্কা, করবিরে গমন।
দিন থাকিতে বুঝে চল, একবার আল্লা আল্লা বল,
আয়ু পদ্ম-পত্রে জল, হায়রে সর্ব্বক্ষণ।

৯নং

বন্দনা।

ক'রে যাই বন্দন।
লা সরিক ঐ প্রভু নিরাঞ্জন॥
অসার সংসারে সার আপে মুক্তারণ॥
প্রথমেতে ছোবহানাল্লা,
তার পরেতে রছুলুল্লা,
ইছা মুছা কলিমুল্লা,
যে সব নবী চিনত আল্লা,
বন্দি তাঁর চরণ।
তার পরেতে হজরত আলি,
হাচেন আলি হোচেন আলি,
তার পরেতে খাজা আলি,
যাঁহার মোকাম হাবিলী;
বন্দি তাঁর চরণ।

তার পরেতে গরাব সা,
যাঁহার মোকাম কস্‌বা,
বাছেরী সা মেছের সা,
বড় ফকির সানাল সা,
বন্দি তাঁর চরণ।

তার পরেতে পিতা-মাতা,
যাঁরা হ'লেন জন্ম-দাতা,
কেন ভুল্‌ব তাঁদের কথা,
বন্দি তাঁর চরণ।

তার পরেতে শিক্ষা-গুরু,
যাঁরা ঠিক্ কল্প-তরু,
মোটা বুদ্ধি করে সরু,
বন্দি তাঁর চরণ।

সভায় আছ যত জন,
আচ্ছালামো আলায় কোম,
যত ভাই বন্ধুগণ,
করি মিষ্ট সম্ভাষণ,
যতেক মুরব্বিগণ,
দোয়া কর্‌বেন জনে জন,
আমি অভাজন।

আমি অতি মূঢ় মতি, না জানি ভজন।
ঘাট তক্‌ছির মাপ করিবেন, যত বন্ধুগণ।
নামটী মির্জ্জা অখিলদ্দী, রাখিবেন স্মরণ।
সায়েড়া গ্রামে বসত করি, শুন সর্ব্বজন।

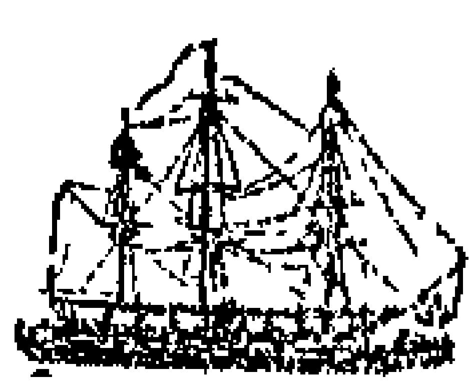
১২নং

আলি আকবর

(সুর :—হা-হা-কার রব হিন্দু-স্থানে)

(আলি) আকবর পানির পিপাসায়।
হোচেনেরে বলে বাবা পানি দেও আমায় ;
বাবা-জান পানি দেও আমায় ॥
আকবর কান্দিয়া বলে,
বাবজান আজি কোথা রৈল,
পানি বিনে হৃদয় জ্বলে,
পানি কিছু দেহ গালে,
এই মৃত্যুর সময় ;—
পিপাসাতে ছাতি ফাটে, সয়না কলেজায় ;
ওরে সয়না কলেজায়।
পানি পাইলে কাফের-গণে, দিতেম যমালয় ;
ওরে দিতেম যমালয়।
হোচেন বলে ওরে যাদু, পানি পাই কোথায় ;
ওরে পানি পাই কোথায় ?
শুন যত বেরাদরে,
বল্‌তে আছি সভার পরে,
আকবর তখন কিবা করে,
পিপাসাতে একে বারে,
কাতর হইয়া হারে,
পড়ে গেল ভূমির পরে,
সেই দস্ত-কার বালায় ;—

হাজার হাজার তীর মারে, কাফের সমুদায় ;
ওরে কাফের সমুদায়।
ধূলায় প'ড়ে কান্দে শিশু, কত উভরায় ;
ওরে কত উভরায়।
সে কান্না শুনিলে ভাই, পাষাণ গলে যায় ;
ওরে পাষাণ গলে যায়।
তীর, যখন লাগ্‌ল বুকে,
অশ্রু বহে দুই চোখে,
চেয়ে শিশু ঊর্দ্ধ দিকে,
আল্লা আল্লা বলে মুখে,
সেই ফেরাৎ কিনারায় ;—
বলে আল্লা বারিতালা, বাঁচাও আজ আমায় ;
ওরে বাঁচাও আজ আমায়।
কোথা রৈলে মা জননী, দেখ্‌লেনা আমায় ;
ওরে দেখ্‌লেনা আমায়।
মির্জ্জা অখিলদ্দী কেন্দে কেন্দে, এই ভাকাটী গায় ;
ওরে এই ভাকাটী গায়।
এমন কষ্ট বল্‌তে গেলে ছাতি ফেটে যায় ;
ওরে ছাতি ফেটে যায়।



১৩নং

আজগার-আবদুল্লা।

(সুরঃ—তমালের ডালেতে কোকিল কুহরে।)

যা পাখী যারে উড়ে, ক'গে সমাচার।
আজগার আব্দুল্লা ম'ল কারবাল্লা মাঝার॥
মারা গেল বড় সাধের কাছেম প্রাণের ভাই;
তা দেখিয়া আকবর দাদা মানা শোনে নাই।
আকবর আলি, মহাবলী, তবু গেল মারা;
এক এক করে দুটী ভাইকে, হইলাম মোরা হারা।
দুই ভাইয়ের শোকে রণে, আইলামরে দুই ভাই;
পানি না পাইয়া রণে আমরাও মারা যাই।
যা পাখী যারে উড়ে ক'গে সমাচার;
যেথায় হোচেন আলি বাবজান আমার।
কোথায় রইলে বাবজান একবার দেখ্‌লে না;
এ জনমে আরত মোদের দেখা পাবে না।
পানি যদি পেতাম খেতে মোরা একবার;
কত শক্তি ধরে দেখ্‌তাম এজিদ দুরাচার।
পানি বিনে মৈলেম রণে আমরা দুটী ভাই;
কেন্দোনা কেন্দোনা বাবজান বিদায় হ'য়ে যাই।
যা পাখী যারে তোরা ক'গে সমাচার;
যেথায় সহরবানু জননী আমার।
তাড়াতাড়ি যারে উড়ে তোরা দুটী পাখী;
মাতা সহরবানুর কাছে দিস্‌নে তোরা ফাঁকি।

ওরে সাধের ময়না আমার, ওরে সাধের তোতা;
মারে একবার ব'লে আয়রে মোদের মৃত্যুর কথা।
পলক ভরে যাঁরে উড়ে, ওরে পাখী ময়না;
মা যেন কেন্দে, কেন্দে আকুল আমার হয় না।
কোথায় রহিলে আজি ওগো মা জননী;
মোদের শোকে তুমি যেন মা হও পাগলিনী।
যা পাখী যারে উড়ে ক'গে সমাচার;
যেথায় সাধের বোন ফাতেমা আমার।
পাঁচ বরষের শিশু সেই যে ফাতেমা;
আমরা দু-জন বিনে সে ত কিছু জানে না।
তার খেলার সাথী ফুরাইল, নাহি থাক্‌ল আর;
আগে যেয়ে কওগে পাখী সেই সমাচার।
কোথায় রহিলে বোন ওগো ফাতেমা;
তোমার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হ'বে না।
কেন্দোনা কেন্দোনা বোন তুমি অভাগিনী;
তোমার কান্না দেখ্‌লে মা হ'বে পাগলিনী।
বুকের খাঁচা ভেঙ্গে গেল বহে রক্তধার;
সহেনা সহেনা দুঃখ সহে নাকো আর।



১৩নং

কারাগারে জয়নালের বিলাপ।

(কান্দে) কারাগারে, বিনয় ক'রে,
হোচেনের তনয়।
(হারে) প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায় মাগো,
ওমা বাঁচি না, বাঁচি না, বাঁচি না, ক্ষুধায়॥
আমার এক চাচা আছে,
আম্বাজ সহর বিচে,
শুন্‌তে পাই তোমার কাছে,
কে আটে তাঁহায় ;—
(তুমি) কোথায় রৈলে, ও চাচা জান,
দেখ্‌লে না এসে অ-সময়।
হ'য়ে কারাগারে বন্দি,
মনের দুঃখে সদা কান্দি,
বা'র হ'বার পাইনা গো সন্দি,
কি করি উপায় ;—
(যত) অবলারে, ধ'রে জোরে,
(সে) বন্দি করে আজ বন্দি-খানায়।
বাবা চাচা গেছে মরে,
আমি বন্দি কারাগারে,
কে খবর দেয় তোমারে,
কে আছে সহায় ;—
(আর) নাইকো বাঁচা, ওগো চাচা,
সে তিন দিনে এক মুট খেতে দেয়!

আয়েন্দা জুম্মার রোজে,
দামেস্ক সহর মাঝে,
মরি মরি মরি লাজে,
বাঁচিনা ঘৃণায় ;—
(সে) এজিদ পাপী, দুরাচারে,
(আজ) নিজ নামে খোৎবা পড়্‌তে কয়।
হস্ত জুড়ে ধীরে ধীরে,
বিবি উম্মে ছোলেমারে,
মেরুয়া উজির হারে,
বহুত বুঝায় ;—
(আমার) ঘাড়ের উপর মস্তক থাক্‌তে,
পার্‌বনা, পার্‌বনা, তা হায়।

১৭নং

ছওয়াল।

(সুর :—সভায় আরোজ করি।)

মুন্সী কহ সমাচার।
কোন্ পাপেতে বিচ্ছু হইল, পায়ের জুতা হজরত মুছার॥
কহ দি মুন্সী আমায়,
সভার লোক শুন্‌তে চায়,
সেই খাটী সমাচার ;—
কিবা পাপ করেছিল,
কোন্ পাপেতে সর্প হইল,
হাতের আসা হজরত মুছার।
কোথায় নবী গিয়াছিল, কোথায় ঘট্‌ল এ প্রকার ?

২০নং

জবাব।

(সুর ঃ—এক দিনেতে বিবিশফুরা মুছাব তর।)

একদিনেতে মুছা নবী প্যায়গম্বর।
আসা হাতে, তস্‌বী গলে, হইলেন নবী রাহাদার ॥

যত আছেন বেরাদারে,
শুন্‌বেন কথা খেয়াল করে,
দাঁড়াইয়া সভার পরে,
বলে যাচ্চি একেবারে,
(নবীর) দয়া ছিল কি প্রকার।

আসা হাতে তস্‌বী গলে,
খোদার নাম ভরসা দেলে,
যাচ্চেন নবী দুপুর কালে,
এমন সময় দেখ্‌তে পেলে,
এক মর্দ্দ এক রাস্তার পর।

পড়ে আছে রাস্তার পরে,
গা'র গোস্ত খসে পড়ে,
কেবল উহু উহু করে,
কত লোক দেখিয়া তারে,
যায়না শঙ্কায় তাহার ধারে,
কুষ্ঠ রোগের এম্নি ডর।

আল্লার নামে ভরসা করি,
নবী তারে কোলে ধরি,

লয়ে এল নিজ বাড়ী,
রাখিল পালঙ্ক 'পরি,
রোগ করিতে প্রতিকার।
আল্লার হুকুমে তার,
ঘুচে গেল বিপদ ভার,
যত ক্ষত ছিল গা'র,
সেরে গেল কুষ্ঠ ঘার,
নবীর মন বুঝিল পরোয়ার।
মির্জ্জা অখিলদ্দী বলে এমন, নবী কোথা পাবে আর।
ঐ বয়াতীর সাম্‌নে পড়্‌লে, আর এক পথে যেত তার।
উজ পহলান মস্ত বীর,
আট শ গজ লম্বা শরীর,
হাতে তাহার ছিল তীর,
মুছার হাতে সেই বীর,
গেল দেখ ছারখার।
কি পড়িতে আইছ মুন্সী, জাননা ইহার খবর।
ফিরে সভায় দাঁড়াইলে, শক্ত শোন্‌বা জবর।



২১নং

ছওয়াল।

(স্থর ঃ—দেখ্‌লাম ভুবন ধরেতে।)

আমি জিজ্ঞাসি তোমায়।

নূহ-নবীর জাহাজেতে, কয়টী তক্তা ছিল হায়?

সেই সব তক্তার উপরে,

বল দেখি এক এক ক'রে,

কি কি নাম লেখা ছিল,

কয়টী তক্তা বাকী প'ল,

পাইল তা কোথায় ;—

কেন বা তুফান হ'ল, সেই কথাটী খুলে বল,

শুনে খুসী হবেন দশ জনায়।

২৪নং

ছয়াল।

ডিম ভাঙ্গা।

(স্থর ঃ—সাধের চাল কাড়ান ওই।)

দুঃখ কার কাছেতে কই গো,

দুঃখ কার কাছেতে কই;

অবাক হ'য়ে মুন্সী ছাহেব

বসে রয়েছে ওই!

ঘরেতে হাঁসের ডিম ছিল,—ভ'রে একটী ঝুড়ি;

বাজার করিতে গেল, ক্যাগার নানী বুড়ী।

গলির মধ্যে বসে আছে, ডিমগুলি পাতাইয়া ;
এক ছ্যাম্‌ড়া পড়্‌লি এসে, সেইখানে লাফাইয়া।
ডিম ভাঙ্গিয়া বস্‌ল ছ্যাম্‌ড়া, হয়ে আচামুখ ;
বুড়ী বলে কষ্টেতে মোর, ফেটে যাচ্চে বুক।
রাজ-দ্বারেতে যেয়ে বুড়ী, কেঁদে কেঁদে কয় ;
এই ছ্যাম্‌ড়া মোর ডিম ভেঙ্গেছে, রাজা মহাশয়।
রাজা বলে এক এক ডিমে, এক এক পয়সা দেও ;
ছ্যাম্‌ড়া বলে কত ডিম, ভেঙ্গেছি তাহা কও !
বুড়ী বলে গোণা বাছা, নাহি জানি মুই ;
হিসাব ক'রে বল্‌না ছ্যাম্‌ড়া, জানিস্‌ যদি তুই।
"দুই জায়গায় পাতাইলে ডিম, একটী থাকে হাতে ;
তিন জায়গায় পাতাইলে ডিম, একটী থাকে পাতে।
চার জায়গায় রাখিলে ডিম, হাতে একটী রয় ;
পাঁচ জায়গায় রাখিলে ডিম, তাতেও ঐরূপ হয়।
ছয়টি ভাগ করিয়া যদি, ছয় জাগাতে রাখি ;
ছয় জাগাতে সমান প'ড়ে, একটী থাকে বাকী।
কিন্তু যদি সাত জাগাতে, ক'রে ঠাঁই ঠাঁই ;
রাখা যায় ঐ ডিমগুলি, হাতে থাকে না ভাই।
সব ভাগেতে একটী বেশী, সাতের ভাগে মিল ;
হিসাব ক'রে বল্‌রে ছ্যাম্‌ড়া, নয়ত খাবি কিল।
পার্‌বে না পার্‌বে না ছ্যাম্‌ড়া, বলি মুন্সী ভাই ;
কত ডিম ভাঙ্গিল ছ্যাম্‌ড়া, দিল কত পাই।
ডিমের হিসাব কর্‌তে যদি, নাহি পার তুমি ;
তোমার সঙ্গে পুঁথি পড়্‌তে, লজ্জা পাইগো আমি।

২৫নং

ঠেস্‌া।

(সুর :—মালেক সাই, কেহ নাই ....)

মুন্সী ভাই, উত্তর চাই,
মিছে গোলমালেতে কার্য্য নাই;
নয়ত পড়্‌ব কি আর চুলোর ছাই,
ক্ষান্ত করে বাড়ী চলে যাই!

যে সব কথা বলে গেছে,
ভুলি নাই তা মনে আছে,
বল্‌ব তাহা সবার কাছে,
বড় মিঞা বসে আছে,
বিচার করে দেলের বিচে,
বুঝে দেখ্‌বেন সত্য মিছে,
তাতে ছলের উত্তর নাই।

চাই খাটি খাটি উত্তর ভাই,
কি দিল ওর মুণ্ডু মাথা ছাই।

এসে বেটা সভার পরে,
লাফার মত লাফ মারে,
হনূর মত ভেট্‌কী ধরে,
কুত্তার মত জি বার করে,
বিল্লীর মত এ্যাচড় মারে,
গাধার মত ভ্যা ভ্যা করে,
দেখে লজ্জায় মরে যাই।

উত্তর করলে উত্তর কবে যাই,
ওর উত্তর আগে আমি চাই।
ওবে আগে থেড়ে আমি গেছি ভাই,
সে কথা কি মোটে মনে নাই।

২৮নং

ঠেসা।

(সুর :— জ্বলে বিচ্ছেদের আগুন নিভে না।)
আমাকে আন্‌ছ হুজুর পরাইতে।
উহাকে আন্‌ছ কিরে, গাব গাছের আম পাষাইতে।
কোথায় কাটগোঁয়াব বেটা,
কি করিতে আইল ওটা,
শুধু উহার ভুড়ী মোটা,
কিছু নাইকো ভুড়ীতে ;—
নাহি জানে পুঁথির দাড়া, শুধু উহার মাথা নাড়া,
উহাকে লয়ে যাও মোষ চরাইতে।
যে ভাবেতে সারা রাত্তি,
পড়ে যাচ্চি আমি পুঁথি,
কষ্ট পাচ্ছে সঙ্গের সাথি,
কিছু হ'য়ায় খা'য়াইতে ;—
শোন তুমি শোন হুজুর, ওটা যেন ঠিক মজুর,
উহারে ল'য়ে যাও বন ঘোরাইতে।
'বাল তলাতে' আইলাম যেতে, কি ক্ষণেতে বেবাইতে।

কোন মতে নাহি পারি, ঐ সেটার হাত ছারাইতে।
শুনেছি ওর গিন্নী পীরে, আলো চাঁউল কারাইতে।

২৭নং

নির্ঘুম ত্রায়।

হারে নির্ঘুম, তারে বাজে তা-না-না।
সে সুর বুঝিতে তুমি,
পার্‌বা না, পার্‌বা না, পার্‌বা না ॥
যে সব কথা বলে গেছে,
ভুলি নাই তা মনে আছে,
বড় মিঞা বসে আছে,
বুঝে দেখ্‌বেন দেলের বিচে,
কোন্‌ কথার কি উত্তর দি'ছে,
উত্তর না দিলে তোমায়
ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না।
ঐ বয়াতী মুন্সী ভারী,
পড়ে গেল যেন জারী,
করে গেল বাহাদুরী,
ভাঙ্গ্‌ব উহার জারি জুরি,
না ভাঙ্গে ত
ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না।
খান চারিক বই পড়ে,
পুঁথি পড়ে মাথা নেড়ে,

আসল ওটা পাতী নেড়ে,
মাথায় ভাঙ্গ্‌ব তেলের কেড়ে,
না ভাঙ্গে ত
ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না, ছাড়্‌ব না।
মোছলমানী দাড়া ধর,
খালি একখান ধুতি পর,
মস্তকে—না টুপী ধর,
নামাজ রোজা নাহি কর,
উহা তোমার
শোন্‌ব না, শোন্‌ব না, শোন্‌ব না।

৩২নং

রঙ্গিন।

সতীন।

সতীনের বড় বিপদ্ ভাই সতীনের বড় বিপদ্।
দো সতীনে কোন্দল করে, দিবা নিশি গদ্ গদ্॥
মিন্‌যে যখন রয় না ঘরে,
দো সতীনে কোন্দল করে,
ঝগ্‌ড়া করে কেউ না হারে,
যে যারে পারে ধরে মারে,
এ উহারে করে কাত্;
(হায়রে) এ উহারে করে কাত্;

(হারে) এ উহারে কাঁথে কাত্;
পাড়া পড়শী ভাবে মনে,
ঘটল মোদের কি বিপদ্।

মিন্‌ষে যখন লাঙ্গল চষে,
দুজনাকে থাকে বসে,
যখন মিন্‌ষে বাড়ী আসে,
দু জন যেয়ে মাথা ঘষে,
(মিন্‌ষে তখন করে কি)
মিন্‌ষে ঘন করে দৃষ্টিপাত;
(হারে) ,, ,, ,,
,, ,, ,,
দেখে রান্নাঘরে দুয়াব দেওয়া,
হাড়ির ভিতর নাইকো ভাত।

মিন্‌ষে তখন ধেয়ে যায়,
ঘন ঘন এ দিক ও দিক চায়,
পুকুর পাড়ে দেখতে পায়,
মিন্‌ষে রাগে করে অশ্রুপাত;
(হারে) ,, ,, ,,
,, ,, ,,
রাগের চোটে ধরে নিয়ে,
দুই সতীনের দুই হাত।

একজন বলে আমি এলাম,
ও এলো ক্যান আমার সাথ।

দুই জনের মিষ্ট কথা
নিজে হ'তে চায় গো সাধ্।

মিনুযে তখন ক্রোধ ভরে,
দুই সতীনের চুল ধ'রে,
আচ্ছা মত ঠুল্ মারে,
মস্ত এক গৰ্ব্ব গম্ছের সাথ
(হারে) ,, ,, ,, ,,
,, ,, ,, ;—
ঠুল খেয়ে গর্জ্জে উঠ্লো
দুই সতীনে অকস্মাৎ।
একটা বলে ওরে শালা,
নিজে রেন্ধে খাওগে ভাত।

রাগ চেতলে কম না কেও,
দুটো যেন পাটনাই দেও,
যদি তাদের দেখ্তে পাও,
ভয় পেয়ে দৌড় দেও,
(দুইজনে) ধর্লো মিনুযের দুই হাত;
(হারে) ,, ,, ,,
,, ,, ,, ;—
এয়ছা জোরে ধর্লো মিনুযে,
অম্নি হয়ে পড়্ল কাত।

মিনুযের পেটার গলায় দুই পা দিয়ে,
দুই জন মারে দুই লাথি।

লাথি খেয়ে ভাঙ্গ্ল মিন্যের
    সাম্নের দিকের দুটো দাঁত।
দুই জন হ'ল এক পক্ষ,
ধর্ম্মের পরে নাহি লক্ষ্য,
এম্নি তাদের হ'ল ঐক্য,
    বলে ল'ব মোরা ইহার দাদ;
    (হারে) ,, ,, ,,
    ,, ;—
(বলে) রাখাল ছোড়ার সাথে আজিকে,
        মার্‌বো মোরা শালার জাত।

তেড়ি বেড়ি কর্‌লে পরে,
    চলে যাব তাহার সাথ।
(মির্জ্জা) অখিলদ্দী বলে মিন্যে,
    জেগে রওগে সারা রাত।

৩৩নং

বুড়ার বিয়া।

ও বুড়া বিয়া কর্‌তে চায়।
পাকা দাড়ী একে বারে, মেজেন্টে ঘষায়॥
বুড়াকালে হবে বিয়া,
সেই কথা রেখেছি কইয়া,
বাড়ীর ধারের আইয়া

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তোমরা আজ কেউ আমার নাই।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তকখানি গ্রাম পাইকপাড়া, পোঃ চিতলমারী, জেলা খুলনা
ঠিকানায় প্রকাশক আমিনউদ্দীন শেখ বা গ্রন্থকার
পণ্ডিত মির্জ্জা অখিলউদ্দীন আহম্মদ সাহেবের
নিকট ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে
প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মির্জ্জা অখিলউদ্দীন আহম্মদ।

বাগেরহাট সন্তোষ প্রেসে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব
দ্বারা মুদ্রিত।